লকআপে প্রাথমিক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু দিনহাটায়

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ থানার লকআপে প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দিনহাটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সৌম্যদীপ চক্রবর্তী (২৮)। টিয়াদহ গোর্খার পাড় পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌম্যদীপবাবু দিনহাটা নিগমনগর বামনটারি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মাকে নিয়ে তিনি অবশ্য গত কয়েক মাস ধরে দিনহাটা শহরের বোর্ডিংপাড়া এলাকায় ভাড়া থাকতেন। পুলিশের সঙ্গে ঝামেলার অভিযোগে সোমবার রাতে ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে লকআপে ওই ব্যক্তির কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি কীভাবে মারা গেলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, মানবাধিকার কমিশনের নিয়ম মেনে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১২টা নাগাদ দিনহাটা শহরের বউবাজার এলাকা থেকে সৌম্যদীপবাবুকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, তিনি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর সঙ্গে ঝামেলা করছিলেন। রাতে দিনহাটা শহরের লকআপে ঢোকানোর সময় ওই শিক্ষকের কাছ থেকে নেশার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। লকআপে ঢোকানোর পর ওই শিক্ষক সেখানে সারা রাত ঘুমোন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার পর ওই শিক্ষকের মা, আত্মীয়-পরিজনরা তড়িঘড়ি হাসপাতালে উপস্থিত হন। সৌম্যদীপবাবুর মৃত্যুর খবরে তাঁর মা শেফালিদেবী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালেই ভরতি করা হয়।

মৃতের মামা রতন সরখেল বলেন, 'বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৌম্যদীপের সঙ্গে সোমবার রাতেও আমার কথাবার্তা হয়। এরপর আজ সকালে ওর মৃত্যুর খবর পেলাম। কীভাবে কী হল বুঝে উঠতে পারছি না।' শিক্ষকের মৃত্যুর খবর পেয়ে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এল দিব্যা, দিনহাটার এসডিপিও কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে পৌঁছান। ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। বিধায়ক তথা দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান উদয়ন গুহও এদিন হাসপাতালে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, 'শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্ত করলেই স্পষ্ট হবে।' এদিকে, এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে রীতিমতো ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দিনহাটা নিবিড় মণ্ডলের সভাপতি ধর্মেন্দ্র সিংহ বলেন, 'লকআপে শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনার আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছি।'

কীভাবে ওই শিক্ষক মারা গেলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই শিক্ষকের কপালে থাকা আঘাতের চিহ্ন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি নিগমনগরে স্কুল শিক্ষকদের একটি সম্মেলন শেষে মারামারির ঘটনায় ওই শিক্ষক আহত হয়েছিলেন। এর আগেও একাধিকবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা করার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কোচবিহারে এনবিএসটিসির পুরানো বাস স্ট্যান্ডে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়ে কর্মশালা। ছবি ঃ জয়দেব দাস

শিবির করে চালকদের বোঝাল নিগম

বাস চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহার নয়

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্দেশিকা আগেই জারি করা হয়েছিল। এবারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চালক ও কনডাক্টরদের রীতিমতো এক শিবিরে শামিল করে বাস চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার বিষয়ে তাঁদেরকে বোঝানো হল। ট্রাফিক নিয়ম মেনে কীভাবে বাস চালাতে হবে সে বিষয়ে জানান দিতে ১৫ জন চালক ও কনডাক্টরকে নিয়ে মঙ্গলবার কোচবিহারে নিগমের পুরানো ডিপোর হলঘরে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে উপস্থিত থেকে নিগমের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী ট্রাফিক নিয়ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চালক ও কনডাক্টরদের সচেতন ও সতর্ক করেন। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে এক বাস দুর্ঘটনার পিছনে কারণ হিসাবে চালকের মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিযোগ উঠে এসেছিল। বাস চালানোর সময় চালকরা যাতে কোনোভাবেই মোবাইল ফোন ব্যবহার না করেন সেজন্য এনবিএসটিসির তরফ থেকে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়। এবিষয়ে তাঁদেরকে আরও সচেতন করতে রীতিমতো শিবিরে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এদিন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জানা গিয়েছে, বাস চালানোর সময় চালক ও কনডাক্টররা যাতে মোবাইল ফোনে কথা না বলেন, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া সহ ইনটারনেট ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাস চালানোর সময় যতটা সম্ভব খাবার ও জল না খাওয়া, ম্যাপ বা অন্য কিছুর দিকে না তাকানোর বিষয়েও তাঁদেরকে বোঝানো হয়েছে। সমস্ত ট্রাফিক নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট গতিতে বাস চালানোর বিষয়েও এদিন চালক ও কনডাক্টরদের জানানো হয়।

এনবিএসটিসি

নিগমের চেয়ারম্যান মিহিরবাবু বলেন, 'জ্বালানি তেল সাশ্রয়ের বিষয়ে অবগত করতে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর বাসচালকদের ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এক দুর্ঘটনার জেরে বাস চালানোর সময় চালকরা যাতে মোবাইল ফোন ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি কোনো চালককে কানে মোবাইল ফোন দিয়ে বাস চালাতে দেখা যায় তবে তাঁকে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ট্রাফিক নিয়ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চালক ও কনডাক্টরদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।'

এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে নিগমের কোচবিহার ডিভিশনের কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক ও প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার

ফের মোবাইল উদ্ধার, জেলারকে ধাক্কা বন্দিদের, উত্তেজনা

জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে তল্লাশি চালিয়ে ফের বন্দিদের কাছে মোবাইল ফোনের হদিস মিলল। শুধু তাই নয়, সোমবার রাতে ওই তল্লাশির পর মঙ্গলবার সকালে বন্দিদের একাংশ চড়াও হল খোদ জেলার রাজীব রঞ্জনের উপর। সংশোধনাগারের একটি সূত্রের খবর, বন্দিদের ধাক্কাধাক্কিতে সামান্য আহত হন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের জেলার। উত্তেজিত বন্দিদের নিয়ন্ত্রণ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয় কারারক্ষীদের। জেলার অবশ্য বলেছেন, তল্লাশির সঙ্গে এদিনের ঘটনার কোনো যোগাযোগ নেই। এদিন বন্দিদের দু-পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। সেই সময় আমি ও আমার কর্মীরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার সময় আমাকেও ধাক্কা দেওয়া হয়। কোনো লাঠিচার্জ করা হয়নি বন্দিদের উপর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সংশোধনাগারে তল্লাশি শুরু করে জলপাইগুড়ি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। অভিযানে বন্দিদের সেল থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর আগে গত মাসে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার পরিদর্শনে এসেছিলেন এআইজি কারা কল্যাণকুমার প্রামাণিক। তাঁর পরিদর্শনের সময় সংশোধনাগারে বন্দিদের সেল থেকে উদ্ধার হয়েছিল ২৫টি মোবাইল ফোন এবং প্রায় ৪০০ গ্রাম গাঁজা। এরপর নিরাপত্তা জোরদার করতে বেশ কিছু পদক্ষেপের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিল সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। সেই সময় এআইজি কারা জানিয়েছিলেন, কর্মীদের একাংশের উদাসীনতা এবং কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই সংশোধনাগারে বন্দিদের হাতে মোবাইল পৌঁছে যাচ্ছে। তারপরেও সোমবার রাতে ফের তল্লাশির সময় মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়ায় সংশোধনাগারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সোমবার রাতের তল্লাশির পর মঙ্গলবার সকালে ওয়ার্ডে রাউন্ডে যান জেলার রাজীব রঞ্জন। অভিযোগ, তখন বন্দিদের একাংশ রাজীববাবুর উপর চড়াও হয়। সেই সময় এক বন্দি রাজীববাবুকে আঘাত করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সংশোধনাগারের কর্মীরা লাঠিচার্জ করেন। এই বিষয়ে জেলার অবশ্য বলেন, তল্লাশির ঘটনার সঙ্গে মঙ্গলবারের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। এদিন সকালে কিছু বন্দি নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করছিল। আমরা গিয়ে বিষয়টি মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দিই। কোনো লাঠিচার্জ হয়নি সংশোধনাগারের ভেতর। উভয়পক্ষের গণ্ডগোল মেটানোর সময় উত্তেজনাবশত আমার গায়ে আঘাত লাগে। এটা কোনো ইচ্ছাকৃত আঘাত করার ঘটনা নয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের নাম ঘোষণা করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হচ্ছেন ড. সুবীরেশ ভট্টাচার্য। সোমবার বিকাশ ভবন থেকে ওই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এদিনই নির্দেশিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই সুবীরেশবাবু কাজে যোগ দেবেন। প্রসঙ্গত, শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সোমনাথ ঘোষের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তারপরই নতুন উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়। নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা খুশি। একজন আধিকারিক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় প্রশাসনিক কাজে সমস্যা হচ্ছিল। সেই সমস্যা এখন আর থাকবে না। সোমনাথবাবুর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনও নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা না হওয়ায় আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।'

ভাতা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে বৃদ্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপিএল তালিকাভুক্ত হয়েও বৃদ্ধভাতা না পাওয়াতে গুরুতর সমস্যার মুখে পড়েছেন গৌরাঙ্গ বসাক। মঙ্গলবার তিনি জানান, তাঁর বাড়ি মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়িতে। তাঁর বিপিএল কার্ড রয়েছে। ২০১৪ সালে তিনি বৃদ্ধভাতা হিসেবে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর থেকে তিনি আর বৃদ্ধভাতা পাচ্ছেন না। প্রশাসন ও পঞ্চায়েত দপ্তরে বারবার যাতায়াত করেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। তিনি রিকশা চালিয়ে কোনোভাবে জীবিকানির্বাহ করছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর শারীরিক দুর্বলতার জন্য আর রিকশা চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জীবিকানির্বাহে তিনি একেবারেই অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। মঙ্গলবার গৌরাঙ্গবাবু তাঁর বৃদ্ধভাতার দাবি করে চ্যাংরাবান্ধায় অবস্থিত মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিওর কাছে চিঠি দিয়েছেন। এদিন বিডিও অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

অনড় আলিপুরদুয়ার

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারের একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফেও দার্জিলিং মেলকে সম্প্রসারণের দাবি জানানো হয়েছে। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার বৈদ বলেন, ট্রেনটিকে নিউ কোচবিহার দিয়েই চালাতে হবে। এখন যেহেতু এনজেপি-নিউ কোচবিহার রুটে অনেকটা ডবল লাইন হয়ে গিয়েছে তাই খুব দেরিও হবে না। দাবি মানা না হলে রেলের দপ্তর ঘেরাও করার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর মতে, ট্রেনটি নিউ কোচবিহারে এলে কোচবিহার সহ নিম্ন অসমের মানুষও উপকৃত হবেন। এ নিয়ে তিনি গণ কনভেনশনের কথাও বলেছেন। কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক চাঁদমোহন সাহা বলেন, একান্তই যদি দার্জিলিং মেলের সম্প্রসারণ করা না যায় তাহলে বিকল্প হিসেবে কোচবিহার থেকে একটি নতুন সুপারফাস্ট ট্রেন চালানো হোক।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি করে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের কাজের গতি কি বেড়েছে ?

SMS করুন।
আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার পিছনে কি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি দায়ী?

হ্যাঁ	না
৩৪%	৬৬%

দিনের কথা

উন্নয়ন কী করে করতে হয় মোদি আমার কাছে শিখুন।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
(নদিয়ায় দলীয় জনসভায়)

আবহাওয়া

১৩ ফেব্রুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৯.১	২১.৮
শিলিগুড়ি	২৫.৫	১২.২
জলপাইগুড়ি	২৮.৮	১৩.৫
কোচবিহার	২৯.০	১১.২
মালদা	২৬.৮	১৭.২
রায়গঞ্জ	২৭.৭	১৬.৩
আলিপুরদুয়ার	২৮.২	১২.০
গ্যাংটক	১৪.৪	৫.১

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

বাংলার গ্রামীণ সড়ক দিবস অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করছেন বিডিও স্মৃতা সুব্বা। ছবি ঃ সুকমল ঘোষ

বাংলার গ্রামীণ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বাংলার গ্রামীণ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন হল মঙ্গলবার। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিটি ব্লকেই এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ব্লক মিলে মোট ৬০টি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য প্রাথমিকভাবে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

কালচিনি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে এদিন এই কর্মসূচির সূচনা করেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মা। উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও অংশুমান দত্ত সহ অন্যরা। জয়েন্ট বিডিও বলেন, কালচিনি ব্লকে মোট ২৫টি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই নতুন সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। অন্যদিকে, ফালাকাটায় বাংলার গ্রামীণ সড়ক দিবসে মোট ৬টি রাস্তার কাজের সূচনা করেন ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন বিডিও স্মৃতা সুব্বা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সন্ধ্যা বিশ্বাস প্রমুখ। এদিন ব্লকের ধনীরামপুর-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাদং মোড়, জটেশ্বরের খাড়াকদম মোড়, পারঙ্গেরপার সহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক রাস্তার কাজের সূচনা হয়। প্রায় ২৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ হবে ফালাকাটা ব্লকে বলে জানা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে মোট ৯টি রাস্তা বরাদ্দ করা হয়েছে এই প্রকল্পে। বিডিও অফিসে কাজের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক ডঃ সৌরভ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পালদেন শেরপা, বিডিও নরবু চেং শেরপা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন দে প্রমুখ। অন্যদিকে, কুমারগ্রাম ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাংলার গ্রামীণ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৭টি রাস্তার কাজের সূচনা হয়। কুমারগ্রামের হেমগুড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক দশরথ তির্কি। উপস্থিত ছিলেন বিডিও জয়ন্ত রায় সহ অন্য আধিকারিকরা।

ভিনরাজ্যে পাচারের আগেই চোরাই গাড়ি উদ্ধার

বারবিশা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার ফোর্সের তৎপরতায় এনএফ রেলওয়ের চুরি যাওয়া একটি জিপ গাড়ি উদ্ধার হল অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের বারবিশা এলাকা থেকে। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অন ডিউটি এনএফ রেলওয়ে-র বোর্ড লাগানো জিপ গাড়িটি আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে জংশন থেকে চুরি যায়। ঘটনার পরই রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে বিষয়টি থানায় জানানো হয়। এরপর সমস্ত থানা, পুলিশ আউটপোস্টের আধিকারিক, কর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের চুরি যাওয়া গাড়ির নম্বর দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এমন তৎপরতায় সাফল্য মেলে হাতেনাতে। অসমে পাচারের আগেই চালক সহ গাড়ি ধরা পড়ে পুলিশে জালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে চুরি যাওয়া ওই গাড়িটি ৩১সি জাতীয় সড়ক ধরে অসমের দিকে যাচ্ছিল। বারবিশা চৌপথিতে কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারের নজরে আসতেই তিনি আরেকজন কর্তব্যরত সিভিক সঙ্গীকে নিয়ে বাইকে চেপে ওই গাড়িটির পিছু ধাওয়া করেন। প্রায় আড়াই কিলোমিটার বাইক ছুটিয়ে জোড়াই সেতুর কাছে তাঁরা গাড়িটিকে পাকড়াও করতে সমর্থ হন। সেইসঙ্গে আটক করা হয় চালককেও। পরে বারবিশা পুলিশ আউটপোস্টে এনে ধৃত চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়। এরপরেই চুরি যাওয়া ওই গাড়ি সমেত চালককে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতের বাড়ি অসমের কোকরাঝাড় জেলায়। সে গাড়িটি চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে অসমেই যাচ্ছিল। বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেনে সে হকারি করে বলেও জানা গিয়েছে। ঠিক কী কারণে সে গাড়িটি চুরি করেছিল, অসমের কোথায় গাড়িটি নিয়ে যাচ্ছিল এবং ঘটনার সঙ্গে গাড়ি পাচারচক্রের আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেসব খতিয়ে দেখছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

উন্নয়নের দাবি

কুমারগ্রাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এলাকার একমাত্র খেলার মাঠের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে সাংসদের দ্বারস্থ হলেন কুমারগ্রামের ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ক্লাবের সদস্যরা। মঙ্গলবার ওই মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ দশরথ তির্কি। ওইসময় তাঁর হাতে দাবিপত্র তুলে দেন ক্লাব সদস্যরা। মাঠের বিভিন্ন সমস্যা মেটাতে ও পরিকাঠামো উন্নয়নে দ্রুত উদ্যোগ নেবেন বলে এদিন আশ্বাস দিয়েছেন দশরথবাবু।

পান্ডা গ্রেফতার

প্রথম পাতার পর

পুলিশ সুপার আরও জানান, ব্যবসায়ী স্বপন দাসের সিমকার্ড সহ মোবাইল ফোনটিও উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৪ জানুয়ারি রাতে চাল ব্যবসায়ী স্বপন দাস বাড়ি ফেরার পথে শিলবাড়িহাট রাজ্য সড়ক থেকে অপহৃত হন। তাঁকে অপহরণ করে দিনহাটার এক বাড়িতে তোলা হয়। ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে পরদিন স্বপনবাবুর ছেলের কাছে একটি ফোন আসে। সেই ফোনের টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে পুলিশ চারদিনের মাথায় দিনহাটার একটি বাড়ি থেকে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে।

কংগ্রেসকে ছাড়াই বিজেপিকে হারাতে চায় সিপিএম

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির প্রস্তাব ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার দলের আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের আগে যে খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রকাশ্যে আনা হয়েছে, তাতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপিকে হারানোর কথা বলা হয়েছে। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনি আঁতাতে না গেলেও অন্য ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে জোট গড়তে আপত্তি নেই সিপিএমের। মঙ্গলবার প্রকাশিত খসড়া প্রস্তাবে সিপিএম বলেছে, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোণঠাসা করতে এবং জনবিরোধী আর্থিক নীতিগুলি বাতিল করার জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে হারানো জরুরি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি ও তাদের শরিক দলগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো জরুরি। তবে, কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম কোনোরকম নির্বাচনি জোট বা বোঝাপড়া করবে না। বাম এবং গণতান্ত্রিক মঞ্চ গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচিরও প্রয়োজনের কথা খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক জোট গঠন করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে একাধিকবার তর্কে জড়িয়েছেন সিপিএমের নেতারা। সীতারাম ইয়েচুরি সহ পশ্চিমবঙ্গের জোটপন্থী নেতারা মনে করেন, বিজেপিকে হারাতে গেলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা দরকার। কিন্তু দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন, কংগ্রেস এবং বিজেপির আর্থিক নীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সম্প্রতি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না করলে মাশুল গুনতে হবে সিপিএমকে। কারাতকে আক্রমণ করে তিনি এও বলেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রকাশ কারাতের জয়ের অর্থ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, কেরলে যেহেতু কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল, তাই জাতীয় স্তরে তাদের সঙ্গে জোট করতে আপত্তি রয়েছে সিপিএমের। জোটপন্থী সিপিএম নেতারা অবশ্য মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপি এবং আরএসএসই সবথেকে বড়ো বিপদ। তার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে কংগ্রেসকে পাশে নেওয়া জরুরি। ১৮ এপ্রিল থেকে হায়দরাবাদে সিপিএমের ২২তম পার্টি কংগ্রেস শুরু হবে।

সমীক্ষা করতে রাভাবস্তিতে পড়ুয়ারা

শালকুমারহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার আর্থসামাজিক সমীক্ষা করার জন্য শালকুমারহাটের রাভাবস্তির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ালেন কলেজ পড়ুয়ারা। এদিন ফালাকাটা কলেজের ভূগোল বিভাগের একদল ছাত্রছাত্রী শিক্ষামূলক ভ্রমণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক সমীক্ষার জন্য জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের জঙ্গলঘেরা রাভাবস্তিতে আসেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ভূগোল বিভাগের অধ্যাপিকা আলাস্কা ভদ্র, অধ্যাপক শান্তনু রায় প্রমুখ। জানা গিয়েছে, এদিন বস্তির ৭২টি বাড়িতে সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

বিনা অনুমতিতে চক্ষুপরীক্ষা শিবির আয়োজনের অভিযোগ

মাদারিহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই চক্ষুপরীক্ষা শিবির আয়োজনের অভিযোগ উঠল মাদারিহাটের একটি চশমার দোকানের বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পূরণ শর্মা জানান, স্বাস্থ্য বা চোখ সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো বেসরকারি সংস্থা শিবির করে সেক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। ওই চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের জন্য কেউ তাঁর কাছে অনুমতি নেয়নি বলে জানান তিনি।

অপরদিকে, এই শিবিরের আয়োজক মমতা বিশ্বকর্মা জানান, তাঁরা স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি নেননি। তবে শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটালের সহযোগিতায় শিবিরটি করেছেন। লায়ন্স আই হসপিটালের কোঅর্ডিনেটর বিশ্বজিৎ কর জানান, তাঁরা এই ধরনের ক্যাম্প করার জন্য আগাম অনুমতি স্বাস্থ্যকর্তার কাছ থেকে নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। যদিও আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পূরণ শর্মা জানান, এই শিবিরের জন্য তাঁর কাছ থেকে কেউই অনুমতি নেয়নি। ব্যাপারটি তিনি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

ফালাকাটার কিষান মান্ডিতে একশো স্টল হচ্ছে খুচরো ব্যবসায়ীদের

সব্যসাচী ঘোষ ● ফালাকাটা

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের কৃষিপণ্যের বাজার ফালাকাটার কৃষকদের হাতের মুঠোয় আসতে চলেছে। খুব শীঘ্রই ফালাকাটার কিষান মান্ডি জাতীয় কৃষক বাজারের সঙ্গে অনলাইনে জুড়ে যাচ্ছে।

ফালাকাটার কিষান মান্ডি রাজ্যের সফলতম কৃষক বাজারের অন্যত